হাসিনা ও তারেকের চাঁদাবাজির মামলা প্রত্যাহার প্রসঙ্গ

আমিন আহম্মেদ ভূঁইয়া ও আজম জে চৌধুরীর নীতিহীনতা ও ভ্রষ্টাচার

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

মেট্রো গ্রুপের চেয়ারম্যান আমিন আহম্মেদ ভূঁইয়া গত বুধবার ঢাকায় ঘটা করে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তারেক রহমানের মামলার ব্যাপারে নিজেকে ‘ধোয়া তুলসি পাতা’ সাজানোর কোশেশ করেছেন। নিজের বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কেঁদে কেটে জারেজার হয়েছেন। সাংবাদিকদের কাছে নিজেকে ‘মাছুম’ প্রমাণ করার জন্য বারবার টিস্যু দিয়ে চোখ মুছেছেন। নিজেকে সাফসুতরো করার জন্য বলেছেন যে, তিনি নাকি তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার চাঁদাবাজি মামলা করেননি। তিনি নাকি পরিস্থিতির শিকার(?) হয়েছিলেন এবং মামলার জিডিতে সই করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি নিজে বিএনপি করেন। তারেক রহমানের সাথে তার কোনো দিন কোনো বিরোধ ছিল না।

অনুরূপ একটি বক্তব্য এসেছে আরেক ভদ্রলোকের নিকট থেকে। তার নাম আজম জে চৌধুরী। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজম জে চৌধুরী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রায় তিন কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেছিলেন। গত ১৪ ডিসেম্বর তিনিও সাংবাদিক সম্মেলন করে মামলাটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অপর ব্যবসায়ী আমিন আহম্মেদ ভূঁইয়ার মত আজম জে চৌধুরীও বলেন যে, সেই সময় একটি ‘প্রতিকূল পরিবেশে’ এবং ‘ভুল বোঝাবুঝির’ কারণে মামলাটি করা হয়েছিল। মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ‘ন্যায় বিচারের স্বার্থে’ তিনি নাকি মামলাটি প্রত্যাহারে উদ্যোগী হয়েছেন। আমিন আহম্মেদ ভূঁইয়া এবং আজম জে চৌধুরীর এ ধরনের ‘বিলম্বিত বোধোদয়’ দেখে তাজ্জব হতে হয়। এতদিন ধরে কোথায় ছিল তাদের ‘গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ’ এবং ‘ন্যায় বিচারের স্বার্থ?’ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে একটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। সেটি হলো, “যখন যেমন তখন তেমন ইয়া হুসেন।” কোনোরূপ রাখঢাক না করেই বলা যায় যে, এই দুই ব্যবসায়ীর সর্বশেষ উক্তি চরম সুবিধাবাদের বহিঃপ্রকাশ। এরা হলেন বসন্তের কোকিল। আবার অন্য সময় এরা গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়াবেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের রক্ষা করার এই অপচেষ্টার মাধ্যমে তারা চরম নীতিহীনতা এবং ভ্রষ্টাচারের পরিচয় দিয়েছেন। এরা সাইবেরিয়ান বার্ড। ইংরেজীতে একটি ইডিয়ম রয়েছে। সেটি হলো ‘টপণ দটহ ষদধফর্ণ দণ্লভ্রদধভ্র.’ তাই শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন এরা ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগ করে ব্যাংক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য তার পায়রবী করেছেন। এদিকে, তারেক রহমান যখন অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ছিলেন তখন আমিন সাহেবরা সেই সম্পদ থেকে উঞ্ছবৃত্তি করার জন্য হাওয়া ভবনের মোসাহেবী করেছেন। এক এগারোর পর যখন তক্তা উল্টে গেলো তখন নতুন পাটাতনে বসার জন্য ওরা উদীয়মান সূর্যের বন্দনা এবং অস্তাচলগামী সূর্যের কুৎসা রটনায় লিপ্ত হন। কুৎসা রটনার এই পর্যায়েই শেখ হাসিনা এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে তারা যথাক্রমে তিন কোটি এবং এক কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন। ঐ দুটি চাঁদাবাজির মামলার কারণে শেখ হাসিনা এবং তারেক রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই সময় যখন বাতাস ঘুরে যাচ্ছে তখন এরা শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার পালে বাতাস দেয়ার চেষ্টা করছেন।

এ ধরনের নীতিভ্রষ্ট লোকদের সম্পর্কে পলিটিশিয়ান এবং বেসামরিক ও সামরিক আমলা নির্বিশেষে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। কোল বদল করা এদের কাছে মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। চোখ উল্টাতে এদের সময় লাগে না। দেশে তো আরো মানুষ ছিল, ছিলো আরো অনেক ব্যবসায়ী। যেসব চাপের প্রতি ওরা ইঙ্গিত করছেন সে ধরনের চাপের কাছে অন্যরা তো বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাহলে এত লোক থাকতে এই দু’জনকে বেছে নেয়া হলো কেন? আর ‘কহিবা মাত্রই’ তাহারা চাঁদাবাজির মামলা ঠুকে দিলেন কেন?

মামলা ঠুকে দেয়ার পর বিগত এক বছর ধরে তারা তো নীরব ছিলেন না। তারা চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন। আর সেই ব্যবসায়িক মুনাফার উদগ্র বাসনাতেই তারা বর্তমান সরকারের কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার আশায় তাদেরকে চাঁদাবাজির মত একটি উটকো মামলার অভিযোগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু মহামান্য উচ্চ আদালত মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও দলিল না পাওয়ায় ঐ দুটি মামলা স্থগিত করে দিয়েছেন। আমিন এবং আজমরা যথার্থই বুঝে ফেলেছেন যে, এই মামলার কোনো মেরিট নেই। অন্যদিকে, নির্বাচনী পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আগামী নির্বাচনে খালেদা বা হাসিনার মধ্যে যেকোনো একজন প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং অপরজন বিরোধীদলীয় নেত্রী হবেন।

সুতরাং এরা দু’জন নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে রীতিমত প্রমাদ গুনছেন। আখেরে যেন কোনো ঝামেলা না হয় তার জন্য সময় থাকতেই তারা আবার রঙ বদল করছেন। পলিটিশিয়ানদের উচিত এই ধরনের বহুরূপীকে চিনে রাখা।